দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ SEP 02 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

আলাদা বোর্ড গঠনের ।৩৩।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কিন্ডারগার্টেনে চলছে চরম নৈরাজ্য

মোশতাক আহমেদ ॥ দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেনগুলোতে চলছে চরম নৈরাজ্য। সকল নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে বেশিরভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষা নিয়ে চলছে রীতিমতো বাণিজ্য। প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও চলছে চরম অব্যবস্থাপনা। কোন অনুমতি ছাড়াই দেশে হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেন গড়ে তুলে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে করা হচ্ছে রমরমা বাণিজ্য। এই সংখ্যা কত সরকারও সঠিকভাবে বলতে পারে না। তাদের হিসেবে এই সংখ্যা সতেরো সহস্রাধিক বলা হলেও এই সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বলে একাধিক সূত্র দাবি করেছে। শুধু শহরেই নয় সারাদেশেই ছড়িয়ে গেছে কিন্ডারগার্টেন ব্যবসা।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

(প্রথম পাতার পর)

বার বার এসব প্রতিষ্ঠানকে রেজিষ্ট্রেশন করার নির্দেশ দিলেও তারা মানছে না। এ অবস্থায় সরকার আবারও যেসব প্রতিষ্ঠান এখনও রেজিষ্ট্রেশন করেনি তাদের অনতিবিলম্বে রেজিষ্ট্রেশন করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেন দেখভালের জন্য আলাদা বোর্ড গঠনেরও চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হারুন অর রশীদ শিকদার আলাদা বোর্ড গঠনে সরকারের চিন্তা ভাবনার কথা জানিয়ে বলেন, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে রেজিষ্ট্রেশন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্যই এসব প্রতিষ্ঠানকে একটি নিয়মের মধ্যে থাকা উচিত।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজধানী ঢাকার অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমের প্রিপারেটরি, প্রি ক্যাডেট, নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল। শুধু ঢাকায় নয় মেও এখন জমজমাট কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ব্যবসা। এ ম কত স্কুল আছে তার কোন সঠিক হিসেব পর্যন্ত নেই। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, সারাদেশে বর্তমানে ত্রিশ জারেরও বেশি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। বাংলাদেশ ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশনের মতে চৌদ্দ হাজারের তা এসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর সরকারী হিসেবে তর হাজারেরও বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানে প্লে গ্রুপ থেকে ম শ্রেণী পর্যন্ত এমনকি দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। রাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে সাত শতাধিক ইংলিশ উয়াম স্কুল রয়েছে। যাদের অর্ধেকও এখনও রেজিষ্ট্রেশন রনি। ঢাকা বোর্ডে কেবল মাধ্যমিক স্তরের ২৩ স্কুল জিষ্ট্রেশন ছাড়াই চলছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই কারী নিয়মনীতি ছাড়াই অবৈধভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে। মতে, কিছু বাদে বেশিরভাগ ইংলিশ মিডিয়াম এবং ডারগার্টেনে শিক্ষার কোন মান নেই। নেই সুষ্ঠু াবেশ। সকল ইংরেজী মাধ্যমের বেসরকারী ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত ্যপুস্তকের ইংরেজী ভার্সন পড়ানোর নীতিমালা থাকলেও শের প্রায় সব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই বিদেশী বই ানো হয়। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী ভারতের বইয়ের াছড়ি এখানে। স্কুলের বই কিনতে বাধ্য করা হয়। শ্য এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ এবার পাঠ্যপুস্তকের ইংরেজী নি করছে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য।

যোগ পাওয়া গেছে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য পোশাক ত বানাতে হয়, কিনতে হয় স্কুলের নির্দেশ মতে। ক প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম মান রক্ষা করতে পারে না। সব ষ্ঠানেই পরীক্ষার নামে লাখ লাখ টাকা বিজনেস হয়। এবং এ লেভেলে ক্রমবর্ধমান প্রাইভেট পরীক্ষায় অতিষ্ঠ র্থীরাও। সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হলো ছাত্র বেতন। ক প্রতিষ্ঠান একেক নিয়মে বেতন নিচ্ছে। বেতনের ও এত বেশি যে সাধারণ পরিবারের কারও এখানে র কোন সাধ্য নেই। এই বেতন আবার কয়েকদিন রই বাড়ানো হচ্ছে। তা ছাড়া নানা অজুহাতে র্থীদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয় বলে অভিযোগ ই। এমনকি আলাদা শাখা করার জন্যও একটি নামী শ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষার্থীদের টাকা দিতে বাধ্য করছে অভিযোগ রয়েছে। কখনও কখনও অভিভাবকরা বের প্রতিবাদ জানালে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে টিসি দিয়ে বের দেয়ারও উদাহরণ রয়েছে।

তাই নয় এখানে যারা চাকরি করে তারাও একপ্রকার ক্ষের কাছে জিম্মি। শিক্ষক হিসেবে কাজ করেলেও ারও শ্রমিকের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে হয়। তু শ্রমের মর্যাদা পান সামান্যই। দেশে চাকরির রের বাস্তব অবস্থায় তারা সব সহ্য করে যান। অথচ ক্ষ ঠিকই লাখ লাখ টাকা বাণিজ্য করে নিচ্ছে।

অবস্থায় সরকার দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং